বিজ্ঞান ও মানুষ

—শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র রায়।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে আধুনিক সভ্যতা লক্ষ্মী ইট কাঠের তৈরি পদ্মে বাস করেন। কথাটির সত্যতা যাচাই করিবার আবশ্যক মোটেই হয় না, কারণ সহরের দিকে চাহিলেই ব্যাপারটি অতি মাত্রায় স্পষ্ট হইয়া ওঠে। একটা মেশিনে দম্ দিয়া ছাড়িয়া দিলে তাহার যে অবস্থা হয় সহরেও সেই অবস্থা। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ কিছু মাত্রায় নাই, একটা বিরাট প্রাণহীন জড়পিণ্ড। এবং এই সহরকেই কেন্দ্র করিয়া সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। অতএব সভ্যতার কি আকৃতি সহজেই অনুমেয়, এবং সভ্যতাদেবীর ভাগ্য যে অতি শোচনীয় তাহা প্রমাণ করিতে টীকা ভাষ্যের আবশ্যক হয় না।

এখন কথা হইতেছে কোন হতভাগ্য লক্ষ্মীদেবীকে তাঁহার সু-কোমল শয্যা হইতে টানিয়া আনিয়া পাথরের শয্যায় শোয়াইয়া দিল? তাঁহার সুবাসিত সুস্নিগ্ধ কক্ষ হইতে চিম্‌নির ধোঁয়ায় অন্ধকার পূতিগন্ধময় স্থানে লইয়া আসিল?

এই 'কে' সম্বন্ধে মত ভেদ আছে। Johan Bojer, H. G. Wells প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ দেখাইয়াছেন যে, বিজ্ঞান মানুষকে ধ্বংশের দিকে চালিত করিতেছে, তাহার সভ্যতা নষ্ট করিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানবসভ্যতার দেবী যিনি তিনিও গোল্লায় যাইবার পথ ধরিয়াছেন। এবং প্রায় সকলেই বিশ্বাস করেন যে সত্যিকারের শান্তি এবং সভ্যতা প্রাচীনকালেই ছিল এবং Consequently সভ্যতা লক্ষ্মী সুপেলব সুগন্ধ পদ্মে বাস করিতেন।

এখন একটা কথা বলিবার আছে—বিজ্ঞান বেচারার কি দোষ। সে ত মানুষেরই সৃষ্টি। ধরিয়া লইলাম বিজ্ঞান ভীষণ সর্ব্বনেশে, 'যত দোষ নন্দ ঘোষ' ঐ বিজ্ঞান।

কিন্তু প্রাচীনকালে (ভারতবর্ষের কথাই ধরা যাউক) ভারতবর্ষে বিজ্ঞান খুবই প্রসার লাভ করিয়াছিল। এমন কি আদিতম যুগে যজ্ঞের বেদী তৈরি করিতে-গিয়া জ্যামিতির সৃষ্টি হইয়াছিল। চন্দ্রে, গ্রহে গ্রহে প্রাণীর বসবাস আছে ইত্যাদি অদ্ভুত অদ্ভুত আবিষ্কার প্রাচীনগণ করিয়াছিলেন, এবং নিশ্চয়ই বিজ্ঞানের সাহায্যে। নানাবিধ যোগাভ্যাস প্রভৃতির মূলে বিজ্ঞানের প্রভাব আছে, এবং এ কথা অস্বীকার করিলে মিথ্যাদেবী স্কন্ধে 'ভর' করিবেন। এমন কি স্ত্রীলোকগণের মধ্যেও বহু খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ছিলেন।

কৃত্তিবাস, কাশীরামের সৌজন্যে প্রাচীনকালের অস্ত্রশস্ত্রের বাহুল্য দেখিলে তাক্ লাগিয়া যায়। এমন ভীষণ ভীষণ অস্ত্র শস্ত্র আছে যে, ভাবিলে গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে।

মানুষ কথায় কথায় বলে, সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই। কিন্তু রামের জীবনের অনেকটাই যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যয়িত হইয়াছিল। এমন কি যাচিয়া যুদ্ধ করা প্রাচীনদের যেন একটা hobby। তাঁহারা কত 'মেধ' যজ্ঞ করিয়া যে যুদ্ধের অনল প্রজ্জলিত করিতেন তাহার অন্ত নাই। যুদ্ধ চালাইতে বিজ্ঞানের প্রয়োজন হইত নিশ্চয়ই। এবং যুদ্ধ বিগ্রহ ত' লাগিয়াই ছিল। কিন্তু বিজ্ঞান তখন কিছুই করে নাই, যত সর্ব্বনাশ করিতেছে এখন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে যদি দোষ দিতে হয় ত' মানুষকে।

ভাল কথা দোষ মানুষেরই। অর্থাৎ মানব মনোরাজ্যের সদ্-গুণাবলী Evolutionএর গুঁতায় অবনতির স্তরে নামিয়া গিয়াছে। শান্তি বিদায় লইয়াছে, অশান্তি গাড়িয়া বসিয়াছে। সকলই স্বীকার

করা গেল। এক কথায় বলিতে গেলে তখন ছিল উন্নতি এবং শান্তি, এখন আছে অবনতি এবং অশান্তি। প্রাচীনকালের শান্তির অনেক কারণ ছিল। এখনকার ন্যায় তখন প্রত্যেক individual এর মধ্যে ঘোড়দৌড়ের ন্যায় Competition, বা 'Struggle for existence' প্রভৃতি ছিল কিনা সন্দেহ।

গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে কখন যে এই গুণগুলি মানুষের মনোরাজ্য আক্রমণ করিয়া তাহাকে বিধ্বস্ত করিয়া তুলিল তাহার তারিখ, সন জানা দুরূহ ব্যাপার।

আবার আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে Darwinএর theory অনেকেই মানেন। তিনি Origin of Speciesএ একস্থানে বর্ণনা করিতে করিতে উচ্ছ্বসিত ভাষায় বলিয়াছেন যে প্রত্যেক প্রাণী সুন্দর হইতে সুন্দরতমের প্রতি দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। একটা কথা আছে "Unfoldment of life" অর্থাৎ জীবন পরিপূর্ণতার দিকে ধাবিত হইতেছে; জটিলতার পাক খুলিয়া সহজতায় মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যাঁহারা Darwinকে মানেন তাঁহারাই আবাব বলেন যে কুটিলতা, সঙ্কীর্ণতার acceleration প্রত্যেক পলে পলে অপ্রত্যাশিতরূপে বাড়িয়া চলিয়াছে।

এখন এক ধাঁধায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এ যেন বৃষ্টিতে গামছা মাথায় দিয়া পুকুরে স্নান করিতে যাওয়া। জল মাখি, গায়ে জল লাগাইব,—তবু ছলনা। Darwin মানি, তাঁহার কথা মানি তবুও বলিবার সময় করা হয় ছলনা।

একদিন এই সুযোগে Darwinকে তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিবেন, হয় গায়ের জোরে না হয় বড় জোর যুক্তির জোরে। Darwinকে বাদ দিলাম তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে যাহা কিছু বড় হইয়াছে সবই প্রাচীনকালে, এখন কিছুই হইতেছে না। কিন্তু বলা সহজ

বা নিরাপদ নহে। কারণ এ যুগে যাঁহারা জন্মিয়াছেন তাঁহাদের ছোট বলা এক বিভ্রাট। Percentage কষিয়া দেখিলে এ যুগেরই জয়। অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে বর্ত্তমান যুগ প্রাচীন যুগ হইতে পশ্চাতে ত' নাইই বরঞ্চ অগ্রসর হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও হইবে এ আশা আমরা পোষণ করি। এবং বর্ত্তমান সভ্যতাকে, সভ্যতার উপাদানকে প্রাণে মনে বরণ করিতে আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এর চাইতে হতেম যদি আরব বেদুইন বলিয়া বিলাপ করিবার সময় আমাদের নাই।

আর কয়েকটা কথা বলিয়া প্রবন্ধের যবনিকা টানিব। নিছক গালাগালি দিলে যে বড় সে ছোট হয় না পরন্তু যে গালাগালি দেয় অবনতির পথ পরিষ্কার হয় তাহারই। বিজ্ঞানকে মিছামিছি গালা-গালি দিয়া লাভ কি?

পশ্চাতে যে সূর্য্য অস্ত গিয়াছে তাহার দিকে চাহিবার সময় অবকাশ আমাদের নাই। বাসনার নূতন রংয়ে, কল্পনার অমৃত সিঞ্চনে শুষ্ক নিকুঞ্জবন অনুরঞ্জিত করিয়া তুলিব। জগতের সমাধির উপর প্রেমের নূতন জগত গড়িয়া তুলিব। আমাদের প্রাণে মনে অশান্তি, নূতন চাহিদা, নূতন আকুলতা, ব্যাকুলতা, শিক্ষা, দীক্ষা, আদর্শ বাসা বাঁধিয়াছে। পিছনের দিকে যাহারা চাহিয়া আছে থাকুক তাহারা,—কিন্তু

"আমরা চলি সমুখ পানে,
কে আমাদের বাঁধবে?
রইল, যারা পিছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে।"

———